

দেশের সমুদ্রগামী, উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমানায় চলাচলকারী ইঞ্জিনচালিত সকল নৌযানের সঠিক সংখ্যা, ধরন ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত কোনো সমন্বিত ডাটাবেইজ না থাকায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী নৌযান শুমারি ২০২৬ পরিচালিত হতে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক নৌযান শুমারি ২০২৬ পরিচালনার নিমিত্ত নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মধ্যে গত ২১/০৮/২০২৫ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।



মূল শুমারির তথ্যসংগ্রহ: ২০-২৯ আগস্ট ২০২৬ খ্রি.

শুমারির উদ্দেশ্য ও আওতা

- বাংলাদেশের সমুদ্রগামী, উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলসীমায় চলাচলকারী ইঞ্জিনচালিত সকল নৌযানের ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- ডাম্বার্জ বা অন্যান্য যেকোনো নৌযান যা ইঞ্জিনচালিত নয়, তবে অন্য কোনো ইঞ্জিনচালিত নৌযান দ্বারা টেনে বা ধাক্কায় চালিত হয়, এরূপ সকল নৌযানসমূহের ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- নৌপরিবহন খাতের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানিক তথ্য নিশ্চিত করা;
- সামরিক বাহিনীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং তাদের মালিকানাধীন যে সকল নৌযান বর্তমানে অন্যান্য বাহিনী বা সংস্থার কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে, সেগুলো নৌশুমারির আওতার বাহিরে থাকবে।



নৌযান শুমারির গুরুত্ব

- নৌযানের নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- নৌ-পরিবহন খাতে নিয়োজিত জনবলের নৌ-দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রকৃত ভুক্তভোগীদের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং স্বচ্ছতার সাথে আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিতকরণ;
- নাবিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শুমারির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজ নৌপরিবহন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ন্যাশনাল ডাটা হিসেবে ব্যবহার।

তথ্য সংগ্রহ মনিটরিং পদ্ধতি

বিবিএস-এর Network Operations Center (NOC)-এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে গণনাকারীদের জিপিএস লোকেশন ট্র্যাক, রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সরাসরি তদারকি।

